যুগান্তর

১২/১১/২০০১

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৬

জাভেদ আহমেদ
ভিপি প্রার্থী, ছাত্রদল

মোঃ মাহমুদুর রহমান
জিএস প্রার্থী, ছাত্রদল

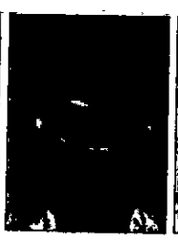

মনসুর হাল্লাজ পলাশ
ভিপি প্রার্থী, ছাত্রশিবির

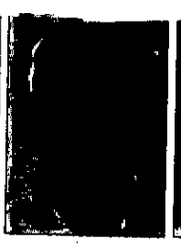

আব্দুল হান্নান
জিএস প্রার্থী, ছাত্রশিবির

স্বাধীন কুমার দাস
ভিপি প্রার্থী, ছাত্র ইউনিয়ন

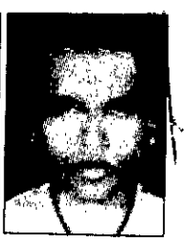

জলধি নাথ রায়
এজিএস, ছাত্র ইউনিয়ন

আজ ঢামেকসু নির্বাচন

ছয় বছর পর নির্বাচন ● ছাত্রলীগ অংশ নিচ্ছে না

ফয়জুল্লাহ মাহমুদ

আজ ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্র সংসদ (ঢামেকসু) নির্বাচন। কলেজের শিক্ষার্থীরা মেতে উঠেছেন নির্বাচনী উৎসবে। কলেজ ক্যাম্পাস ও হলগুলো ছেয়ে গেছে রঙিন পোস্টার, ব্যানার ও লিফলেটে। সভা-সমাবেশের মাধ্যমেও চলছে নির্বাচনী প্রচারণা। দীর্ঘ ছয় বছর পর এ নির্বাচন হতে যাচ্ছে।

ছাত্রদল ও ছাত্রশিবির পূর্ণ প্যানেলে এবং ছাত্র ইউনিয়ন আংশিক প্যানেলে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। ছাত্রলীগ তাদের মনোনয়নপত্র জমা দেয়নি। অবশ্য তারাই গত তিনটি ছাত্র সংসদে অপর কোন ছাত্র সংগঠন কর্তৃক প্যানেল না দেয়ার সুযোগে সিলেকশনের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিত্ব করেছে।

ছাত্রদলের মনোনীত প্রার্থীরা হলেন– ভিপি পদে জাভেদ আহমেদ, জিএস মোঃ মাহমুদুর রহমান নোমান, সমাজকল্যাণ সম্পাদক সাকলায়েন রাসেল, কমন রুম সম্পাদক মোঃ এজাজ বারী চৌধুরী, সাহিত্য সম্পাদক লুৎফর রহমান টিপু, আপ্যায়ন সম্পাদক মোঃ জিয়াউর রহমান, ক্রীড়া সম্পাদক ইয়াসির আরশাদ রাজন, অ্যাথলেটিক্স সম্পাদক ফারুক ইশতিয়াক সোহাগ এবং সদস্য রোকসানা হোসেন চন্দন, সামিউল ইসলাম, হাসান মাহমুদ ভূঁইয়া, উপল, সাইফুল ইসলাম শাকিল, খুরশিদ জাহান শিউলি, এসএম জাহিদুল কুতুব তন্ময়, মোঃ মশিউর রহমান পাপ্পু, মোঃ আশিকুর রহমান, মাহবুবুর রহমান, একেএম ফাহমিদ নোমান পলাশ, নাহিদ হাসান এবং শফিউল ইসলাম।

> **ছাত্রদল ও ছাত্রশিবির পূর্ণ প্যানেলে এবং ছাত্র ইউনিয়ন আংশিক প্যানেলে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। ছাত্রলীগ তাদের মনোনয়নপত্র জমা দেয়নি। অবশ্য তারাই গত তিনটি ছাত্র সংসদে অপর কোন ছাত্র সংগঠন কর্তৃক প্যানেল না দেয়ার সুযোগে সিলেকশনের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিত্ব করেছে।**

ছাত্র ইউনিয়নের প্রার্থীরা হলেন– ভিপি পদে স্বাধীন কুমার দাস, জিএস জলধি নাথ রায়, সমাজকল্যাণ সম্পাদক রাজীব ঘোষ, সাহিত্য সম্পাদক মাজহারুল ইসলাম শামীম এবং কমন রুম সম্পাদক জয়ন্ত বণিক। এছাড়া আটটি সদস্যপদসহ মোট ১৩টি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তারা। ছাত্র সংসদের ২০টি পদের বিপরীতে তিনটি প্যানেলের ৫৩ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

ছাত্রশিবির মনোনীত প্রার্থীরা হলেন– ভিপি পদে মনসুর হাল্লাজ পলাশ, জিএস আবদুল হান্নান, কমন রুম সম্পাদক তৌহিদুল ইসলাম, সমাজকল্যাণ সম্পাদক এবিএম মুকিব, সাহিত্য সম্পাদক ফয়সল আহম্মদ চৌধুরী, ক্রীড়া সম্পাদক শহীদুল ইসলাম খান এবং অ্যাথলেটিক্স সম্পাদক আবদুল্লাহ আয-যুবায়ের।' এছাড়া ১৩টি সদস্য পদেও তাদের প্রার্থী রয়েছেন।

ছাত্রলীগ কোন প্রার্থী না দেয়ায় ছাত্রদল ভাল অবস্থানে রয়েছে। তবে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের মৌন সমর্থন অপর প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন ছাত্র ইউনিয়নের প্রতি থাকার সুবাদে ছাত্রদলের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র ইউনিয়ন। অপরদিকে ছাত্রশিবির এই ক্যাম্পাসে বেশ শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। তাদের পৃথক প্যানেল ছাত্রদলকে দুর্বল করে তুলতে পারে। ক্যাম্পাসে শিবিরের শতাধিক প্যানেল ভোট রয়েছে বলে জানা গেছে। তাদের ভিপি প্রার্থী পলাশেরও বেশ জনপ্রিয়তা রয়েছে। তার প্রতিদ্বন্দ্বী জাভেদ ক্যাম্পাসের পরিচিত মুখ। মেডিকেলের মেধাবী শিক্ষার্থীরা সচেতনভাবেই তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন। তাই ব্যক্তি ইমেজের ওপরই প্রার্থীর জয়-পরাজয় নির্ভর করবে। মোট ৯৪৭ জন ভোটারের সিংহভাগই দুটি ছাত্রী এবং একটি ছাত্রদলের বাসিন্দা। প্রার্থী এবং ভোটার সবাই সবার পরিচিত। শিক্ষার্থী ভোটাররা তাদের সহপাঠী বন্ধুদের ওপর নেতৃত্বের দায়িত্ব অর্পণ করবেন।

সর্বশেষ ১৯৯৫ সালের ৩০ মার্চ ঢামেকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সে নির্বাচনে ছাত্রদলের জন-খসরু পরিষদ পূর্ণ প্যানেলে নির্বাচিত হয়। কালকের নির্বাচনে আগের নির্বাচনের মতোই পূর্ণ প্যানেলে বিজয়ী হবেন বলে ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী জাভেদ ও জিএস প্রার্থী নোমান আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। নির্বাচনে ছাত্রলীগের অংশ না নেয়ার ব্যাপারে নোমান জানালেন– 'আওয়ামী লীগ আমলে আমাদের নির্বাচনী প্যানেল জমা দিতে দেয়া হয়নি। উপরন্তু অত্যাচার চালানো হয়েছে। এবারের পরিবেশ সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমরা তাদের বারবার আমন্ত্রণ জানিয়েও কোন সাড়া পাইনি।'

জাভেদ বললেন, 'আমরা বিজয়ী হলে ছাত্রলীগ পরবর্তী সময়ে যখন নির্বাচন দাবি করবে তখনই নির্বাচন দিতে আমরা প্রস্তুত থাকব। আশা করি ছাত্রদলের প্রার্থীদের বিজয়ী করে মেডিকেলের শিক্ষার্থীরা এ ক্যাম্পাসের উন্নয়নের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নেবেন।'